দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সন্দেশ

শান্তির মহড়া না কি যুদ্ধের নতুন ছক?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা—ইরানের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের জন্য সামরিক অভিযানে 'সাময়িক বিরতি'।

দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ

দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে, কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম 'ডিলিটেশন' বা 'সংশোধন' বিভাগে চলে গেছে।

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 4 ● April 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

সংবাদমাধ্যমের টুঁটি টিপে ধরার নয়া দাওয়াই অদৃশ্য সেন্সরশিপ

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : বর্তমান ডিজিটাল যুগে ভারতের সংবাদ পরিবেশনকারী সংস্থাগুলো এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া (UNI) বা প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (PTI)-এর মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে আর্থিক ও প্রশাসনিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা সাংবাদিকতার মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

আগে আকাশবাণী বা দূরদর্শনের মতো সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলো মূলত নিরপেক্ষ নিউজ এজেন্সির সংবাদের ওপর ভিত্তি করে চলত।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, প্রসার ভারতী তাদের সাবস্ক্রিপশন নীতিতে বদল এনেছে। সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা রিনিউ করতে দেরি হওয়ার ফলে এই সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো, বিশেষ করে কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে

ছবি : সংগৃহীত

সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদ সংস্থাকে সরকারি ইভেন্টের 'এক্সক্লুসিভ' কভারেজ রাইটস দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য সংস্থাগুলো কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে। নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ ও সমান সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়, যা বর্তমানে কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংবাদপত্র বা এজেন্সির আয়ের মূল উৎস সরকারি বিজ্ঞাপন। প্রশাসনিক স্তরে কোনো খবরের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলে অনেক সময় বিজ্ঞাপনের তালিকায় তার প্রভাব পড়ে। এর পাশাপাশি লিজ সংক্রান্ত বা ট্যাক্স সংক্রান্ত ছোটখাটো প্রশাসনিক জটিলতা যখন বড় আকার নেয়, তখন সাংবাদিকদের মূল কাজের পরিবেশ ব্যাহত হয়।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে 'ব্যালেন্স' রাখা জরুরি, কিন্তু সেই ভারসাম্য যেন পেশাদারিত্বকে ছাপিয়ে না যায়। প্রায়শই বিভিন্ন দপ্তর থেকে খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরামর্শ আসে, যা অনেক সময় মুক্ত সাংবাদিকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সংবাদ সংস্থাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা কেবল অর্থের ওপর নয়, বরং তাদের নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পক্ষকেই সংবেদনশীল হতে হবে, যাতে পেশাদার সাংবাদিকতার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষ করে UNI-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বকেয়া পাওনা বা প্রশাসনিক সমস্যাগুলো দ্রুত মেটানো প্রয়োজন, যাতে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ভুলে খবরের কাজে মন দিতে পারেন।

গ্রামবাংলায় অন্য হিসেবের বীজ বুনছে মমতা ব্যানার্জির ফাস্ট ট্র্যাক রাজনীতি

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : 'গ্রাম যার, নবান্ন তার'। একদা ৩৪ বছরের বাম শাসনে গ্রাম বাংলা ছিল সিপিআইএম-এর এক অভেদ্য দুর্গ। আর এই মুহূর্তে, যখন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ডাক কাপিয়ে দিতে বসেছে বাংলাকে, তখন সেই দুর্গের মাথায় উড়ছে তৃণমূলের পতাকা। কিন্তু এই ক্ষমতার হাতবদল কি কেবলই পতাকার রং পরিবর্তন? নাকি গ্রামীণ রাজনীতির মৌলিক চরিত্রে এসেছে কোনো আমূল বিবর্তন ? বাম আমলে গ্রামের প্রতিটি স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হত আলিমুদ্দিনের নির্দেশে। পঞ্চায়েত থেকে স্কুল কমিটি, সালিশি সভা থেকে চাষের জল—সবই চলত 'পার্টি'র প্রটোকল মেনে। সেখানে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির চেয়ে বড় ছিল সংগঠনের আনুগত্য। কিন্তু গত কয়েক দশকের তৃণমূলের জমানায় সেই কাঠামো নিঃশব্দে ভেঙে তৈরি হয়েছে 'বেনিফিশিয়ারি' বা হিতাধিকারী মডেল। এখানে ভোটার আর স্রেফ ক্যাডার নন, তিনি সরাসরি সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কৃষক বন্ধু—ব্যক্তির পকেটে সরাসরি

ছবি : সংগৃহীত

পৌঁছানো এই অর্থই আজ গ্রামীণ আনুগত্যের নতুন মাপকাঠি।

সিপিআইএম-এর গ্রাম দখলে ছিল ভূমি সংস্কার আর পঞ্চায়েতি রাজের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সেখানে একটা আদর্শগত লড়াই ছিল। কিন্তু তৃণমূলের রাজনীতি অনেক বেশি বাস্তববাদী এবং তাৎক্ষণিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মডেল সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাকে টার্গেট করেছে। বামেরা যেখানে মাসের পর মাস ফাইল চালাচালি করে সিদ্ধান্ত নিত, তৃণমূল সেখানে সরাসরি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। এই 'ফাস্ট ট্র্যাক' রাজনীতিই গ্রাম বাংলার পুরনো 'পার্টি সোসাইটি'র ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

বাম আমলে গ্রামীণ নেতা মানেই ছিল সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাস্টারমশাই বা কৃষক নেতা। আজ গ্রামীণ ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা করে নিয়েছে এক নতুন 'নব্য-ধনী' শ্রেণি। পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের জীবনযাত্রা আর আগের মতো সাদামাটা নয়। এই 'পাওয়ার স্ট্রাকচার' বদলের ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতার দূরত্ব যেমন বেড়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে এক নতুন ধরণের আধিপত্যবাদী রাজনীতি। এবং সিপিআইএম-এর সেই নিশ্ছিদ্র সাংগঠনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে তৈরি হওয়া শূন্যস্থানে আজ কিছুটা হলেও ভাগ বসাতে চাইছে বিজেপি। যেখানে বামেরা মানুষের অভাব-অভিযোগকে 'শ্রেণি সংগ্রাম' দিয়ে বুঝত, সেখানে আজ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি বা দুর্নীতির অভিযোগ এক নতুন মেরুকরণ তৈরি করছে। গ্রামের যে মানুষটি একসময় লাল ঝাণ্ডার মিছিলে হাঁটতেন, তাঁর ক্ষোভ আজ কখনও জোড়া ফুলে তৃপ্তি

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-4 ● April 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

রাজ্য জুড়ে মানুষের আলোচনা একটাই। বিধানসভা নির্বাচন। মিটিং, মিছিল, যানজট, ভোগান্তি সব নিয়ে প্রখর রোদে অতিষ্ট মানুষ। তবু নির্বাচন।

কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসতে চলেছে তার দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ নেই বাংলার মানুষের। অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা অবনতির পথে, গুটিকয়েক মানুষ সেই নিয়ে চিন্তিত।

ভাতা পরিবার ভাবছেন না আগামীর কথা। কিরকম যেন উন্মাদনা মানুষের মধ্যে! কোথাও যেন পরম্পরার অভাব। না। আমরা পত্রিকার কেউ বিচারক নয়। ভুল ভাবনা যদি মনে করেন পাঠকগণ, অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী। সকলে সাবধানে থাকুন। ভালো থাকুন।

প্রথম সন্দেশ

"প্রথম সন্দেশ" সংবাদপত্রের জন্য সংবাদকর্মী চাই।
আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন 9836765148 এই নম্বরে
সকাল 12 থেকে দুপুর 3 টের মধ্যে।

শান্তির মহড়া না কি যুদ্ধের নতুন ছক?

ছবি: সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের স্তূপে কি তবে আপাতত জল পড়ল? ডোনাল্ড ট্রাম্পের আকস্মিক ঘোষণা—ইরানের বিরুদ্ধে আগামী পাঁচ দিনের জন্য সামরিক অভিযানে 'সাময়িক বিরতি'। বিশ্বজুড়ে যখন যুদ্ধের সাইরেন আর তেলের বাজারের হাহাকার চরমে, তখন এই ঘোষণা এক অদ্ভুত দোলাচল তৈরি করেছে। প্রশ্ন একটাই, এটা কি সত্যিই শান্তির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা, নাকি আরও বড়ো কোনো ধ্বংসলীলার আগে নিঃশ্বাস নেওয়া?

বিশ্বের ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, ট্রাম্পের এই 'পাঁচ দিনের আল্টিমেটাম' আসলে কূটনীতির এক ধুরন্ধর চাল। একদিকে হরমোজ প্রণালীর জট খুলে বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বস্তি আনা, অন্যদিকে ইরানকে আলোচনার টেবিলে টেনে এনে নিজের 'ডিল মেকার' ইমেজকে আরও পোক্ত করা। এই এক ঘোষণাতেই অপরিশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় ১৩ শতাংশ কমিয়ে দিয়ে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন, যুদ্ধের ময়দান যতটা না কামানের গোলায় ঘোরে, তার চেয়ে বেশি ঘোরে তেলের ব্যারেলের দরে।

কিন্তু এই পাঁচ দিনের নিস্তব্ধতা কি স্থায়ী হবে? ইতিহাস বলছে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি অনেক সময় প্রতিপক্ষকে আরও সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তেহরান যদি এই সুযোগে নিজেদের সামরিক প্রতিরক্ষা আরও মজবুত করে নেয়, তবে পাঁচ দিন পর সংঘাতের চেহারা হবে আরও বীভৎস। আবার ইজরায়েলের মতো কট্টরপন্থীরা এই বিরতিকে কতটা মান্যতা দেবে, তা নিয়েও সংশয় থেকে যায়।

ভারতের মতো দেশের জন্য এই স্বস্তিটুকু অত্যন্ত দামী। জ্বালানির দাম কমলে সাধারণ মানুষের হেঁশেলের চাপ কিছুটা হলেও হালকা হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মধ্যপ্রাচ্যের এই স্থিতিশীলতা একটা সুতোর ওপর ঝুলে আছে। ট্রাম্পের এই 'গাজর ও লাঠি' পলিসি যদি ব্যর্থ হয়, তবে পাঁচ দিন পর বিশ্ব আবার এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ডুবতে পারে।

আপাতত এটুকুই স্পষ্ট—এই পাঁচ দিন শান্তির মহড়া নয়, বরং দাবার চাল সাজানোর সময়। শেষ পর্যন্ত কে কার কিস্তিমাত করে, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দুনিয়া।

দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট
প্রশ্ন উঠছে পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এরও

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে সাধারণ ভোটারের কাছে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন—আমার ভোটটা কি আছে? দ্বিতীয় দফার তালিকা বেরোনোর পর এই প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে দেখা যাচ্ছে, কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম 'ডিলিটেশন' বা 'সংশোধন' বিভাগে চলে গেছে।

ভিন রাজ্যে কর্মরত বাংলার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের নাম 'অনুপস্থিত' দেখিয়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আধার কার্ডের সঙ্গে ভোটার কার্ডের লিঙ্কিং বা 'ডি-ডুপ্লিকেসন' সফটওয়্যারের ভুলের কারণে একই পরিবারের কয়েকজনের নাম থাকলেও অন্যদের নাম উধাও।

তৃণমূল এই প্রক্রিয়াকে 'পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' বলছে, যেখানে বিজেপি-র দাবি, এটি 'পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা' তৈরির আবশ্যিক ধাপ।

আদালতের নির্দেশে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার কথা থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতি তথৈবচ। জেলা স্তরে এই ট্রাইব্যুনালগুলো কাজ শুরু করলেও পর্যাপ্ত লোকবল এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবে মামলার পাহাড় জমছে।লক্ষ লক্ষ মানুষ আবেদন করলেও দৈনিক নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত নগণ্য।

নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি, এই অবস্থায় ট্রাইব্যুনাল আদৌ সবাইকে বিচার দিতে পারবে কি না, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে গেলে যে আইনি নথিপত্র (Legitimacy documents) চাওয়া হচ্ছে, তা সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাছে জোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটা কেবল একটা তালিকা নয়, এটা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে কয়েক লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে নানা মহলে

ছবি: সংগৃহীত

ধারণা। একদিকে প্রশাসনিক অক্ষমতা, অন্যদিকে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা—মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা।

এখন পরিস্থিতি আরও ঘোরালো কারণ অমিত শাহ-র সভার পর বিজেপির তরফে এই তালিকাকে হাতিয়ার করে গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু হয়েছে যে, অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ পড়ছে। এর পালটা হিসেবে তৃণমূলও কোমর বাঁধছে।

প্রয়োজন আরও স্বচ্ছ প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং সজাগ নাগরিক চেতনা

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : আরজিকরের সেই অভিশপ্ত রাতের পর পশ্চিমবঙ্গ যে গণজাগরণ দেখেছিল, তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। কিন্তু সময়ের নিয়মে সেই আবেগ আজ এক ভিন্ন মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি ওই একই হাসপাতালের লিফট বিভ্রাট এবং তাকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক ত্রুটির কথা সামনে এল, তা নিয়ে জনমানসে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন দেখা গেল না। জনমানসে এই নিস্তব্ধতা কি স্রেফ ক্লান্তি, নাকি বিচার পাওয়ার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত?

যেকোনো বড়ো ঘটনার পর প্রত্যাশা থাকে আমূল প্রশাসনিক পরিবর্তনের। আরজিকরের লিফট কাণ্ড আসলে সেই পরিকাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেই আবার সামনে এনে দিয়েছে। একটি প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা এবং কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত সতর্কতা থাকা বাঞ্ছনীয়, সেখানে এই ধরনের বিচ্যুতি কাম্য নয়। প্রশাসন পদক্ষেপ করছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—পরিকাঠামোর এই আধুনিকীকরণ কি আরও দ্রুত হওয়া সম্ভব ছিল না? রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে হাসপাতালের অন্দরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তো হওয়া উচিত ছিল মূল লক্ষ্য।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। অভয়ার পরিবারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান বা নির্দিষ্ট কোনো পক্ষের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ নিয়ে আলোচনা যতটা তুঙ্গে, ঠিক ততটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে প্রশাসনিক ত্রুটি নিয়ে আন্দোলনের গতি। এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন, কেন আজ লিফট কাণ্ড নিয়ে রাজপথ আর সেই আগের মতো উত্তাল নয়?

দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পর মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানসিক ক্লান্তি আসা হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই নীরবতা কি কেবল তারই লক্ষণ? আসলে, যেকোনো অরাজনৈতিক প্রতিবাদে যখনই রাজনীতির রং লাগে, তখন সাধারণ নাগরিকরা নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নেন। সেই জায়গা থেকেই কি তিলোত্তমার বিচার চাওয়ার লড়াইটা যখনই দলীয় বাদানুবাদে পর্যবসিত হয়, তখন তার স্বতঃস্ফূর্ততাও হারিয়েই যায়?

সামনে নির্বাচন, আর তাই প্রতিটি ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভোটারদের নীরবতাকে স্রেফ নিস্পৃহতা ভাবলে ভুল হবে। পরিকাঠামোগত ত্রুটি বা প্রশাসনিক শৈথিল্য নিয়ে মানুষের মনে যে চোরা ক্ষোভ থাকে, তা অনেক সময় প্রকাশ পায় না, কিন্তু তা হারিয়েও যায় না। এই নীরবতা আসলে এক ধরনের পর্যবেক্ষণ—যেখানে সাধারণ মানুষ দেখছে যে প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবের মধ্যে দূরত্বটা কতটা কমল।

প্রতিবাদ যদি কেবল ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ বা দলীয় ঝাণ্ডা দেখে গতি পরিবর্তন করে, তবে প্রকৃত সংস্কারের দাবিটাই গুরুত্ব হারায়। আরজিকর আজও এক বড়ো ক্ষত, আর সেই ক্ষত নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন আরও স্বচ্ছ প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং সজাগ নাগরিক চেতনা। লিফট কাণ্ড বা অন্য যেকোনো পরিকাঠামোগত ত্রুটি নিয়ে সোচ্চার হওয়াটা কোনো দলের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়, বরং সিস্টেমকে আরও উন্নত করার দাবি তোলা। মানুষ যদি আজ চুপ থাকেন, তবে সিস্টেমের এই ফাঁকফোকরগুলো কোনোদিনই ভরাট হবে না।

গ্রামবাংলায় অন্য হিসেবের বীজ বুনছে

১ পাতার পর

খুঁজছে, আবার কখনও বা পদ্ম শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। গ্রাম বাংলা আজও নির্ণায়ক, কিন্তু তার চালিকাশক্তি বদলে গিয়েছে। একসময় যা ছিল 'পার্টি-সর্বস্ব', আজ তা 'প্রকল্প-সর্বস্ব'। আদর্শের জায়গা নিয়েছে অধিকার আর অনুদান। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বড় প্রশ্ন এটাই—৬০ লক্ষ ভোটারের অনিশ্চয়তা আর আর জি কর পরবর্তী নাগরিক ক্ষোভ কি এই সুসংগঠিত 'বেনিফিশিয়ারি মডেল'কে টলাতে পারবে? নাকি গ্রাম বাংলা আজও প্রমাণ করবে, পেটের টানের কাছে বিচারের দাবি গৌণ?এবারের ভোটে এই প্রশ্নই এই মুহূর্তে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রাজনীতিক মহল।

উন্নয়নের কাণ্ডারী **রথীন ঘোষ।**

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যমগ্রাম বিধানসভার অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রার্থী মন্ত্রী রথীন ঘোষ। আগামী ৪ মে ২০২৬ মধ্যমগ্রাম সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সর্বভারতীয় তৃণমুল কংগ্রেস-এর বিজয় পতাকা নিয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসবেন একথা নিশ্চিত। "প্রথম সন্দেশ" পত্রিকার পক্ষ থেকে রথীন ঘোষ মহাশয়ের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-4 ● April 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

ফাইনালে উপস্থিত বোর্ড প্রেসিডেন্ট
এনসিসি বেবি লিগ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পল্লীশ্রী

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : রাজসিক জাঁকজমক এবং চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের হাত ধরে শেষ হল 'এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬'। যে টুর্নামেন্টের উপস্থাপনা করেছে 'কিডস অন জি ফাইভ'। এবং আয়োজন করেছে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব, মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির সহায়তায়। বুধবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে ৭৩ রানে পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল পল্লীশ্রী। যে ফাইনাল আরও বেশি উচ্চমার্গে পৌঁছল ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাসের আলোকজ্জ্বল উপস্থিতিতে।

বুধবার প্রথমে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পল্লীশ্রী। শৌভিক ঘোষের (৩২ বলে ৭৭ রান) ও স্পন্দন দে-র (২৮ বলে ৬৫ রান) বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে নির্ধারিত দশ ওভারে তারা তোলে ১৫৫-১। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পরের পর উইকেট হারাতে থাকে পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ক্রমবর্ধমান নেট রানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করেছিল বটে পাটুলির ক্রিকেটার নীল সরকার (২৬ বলে ৪৮)। কিন্তু তা ফাইনাল জেতানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পল্লীশ্রীর মহম্মদ মেহরাব মোল্লা ১১ রান দিয়ে ২ উইকেট নেয়। বেদ বিজয় রায় ২৩ রান দিয়ে নেয় ২ উইকেট। শেষ পর্যন্ত দশ ওভারে ৮২-৬ স্কোরেই থেমে যায় পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির লড়াই।

এ দিন বেবি লিগের ফাইনালে বোর্ড সভাপতি মিঠুন মানহাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদার, গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল ক্রিকেট-ব্যক্তিত্বরা। তবে শ্রেষ্ঠ আর্কষণ অবশ্যই ছিলেন স্বয়ং বোর্ড প্রেসিডেন্ট।

খেলা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঠুন মানহাস বলেন, ''এই বেবি লিগকে অবশ্যই স্মরণীয় উদ্যোগ বলতে হবে। এত ছোট-ছোট বয়সে ক্রিকেটাররা চাপ শুষে নিচ্ছে, নিয়ে ম্যাচ খেলছে! পুরোটাই বিস্মিত করার মতো। আপনারা দেখেছেন, প্রত্যেক ক্রিকেটার কী অসম্ভব প্যাশনেট ছিল আজ।'' সঙ্গে বোর্ড প্রেসিডেন্ট যোগ করেন, ''একজন খুদে ক্রিকেটারকে অল্প বয়সে যন্ত্রপাতির থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়। তার চেয়ে তারা ক্রিকেট খেলুক। আর সেই প্রেক্ষিতে বেবি লিগের মতো মঞ্চের চেয়ে ভালো কী হতে পারে? আমি অভিষেক ডালমিয়াকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এরকম এক টুর্নামেন্টের আয়োজনের জন্য। দারুণ কাজ করেছে অভিষেক। ভবিষ্যতে এই টুর্নামেন্ট আরও বড় রূপ নেবে, আমি দেখতে পাচ্ছি।''

প্রাক্তন সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া 'এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' প্রসঙ্গে বলেন, ''টুর্নামেন্টটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভালো ক্রিকেট হয়েছে। বাচ্চারা উপভোগ করেছে, মনপ্রাণ দিয়ে খেলেছে। আমাদের বেবি লিগ আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল, শিশু ক্রিকেটারদের নিজ-প্রতিভা প্রদর্শনের একটা মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া। ভালো লাগছে দেখে যে, ওরা সেই মঞ্চকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করেছে। এই টুর্নামেন্টে বেশ কিছু ক্রিকেটার ভালো খেলেছে। আশা রাখছি, আগামী দিনেও তারা সমান ভাবে পারফর্ম করে যাবে।'' বাংলার রনজি জয়ী অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা পরীক্ষাভিত্তিক ভাবে টুর্নামেন্টটা করেছিলাম। ভাবিনি, এমন উত্তুঙ্গ সাফল্য পাব। আমরা এ বছর চব্বিশটা টিম নিয়ে টুর্নামেন্ট করেছি। আগামী বছর টিমের সংখ্যা অবশ্যই বাড়বে। একটা কথা আছে না, আজ যে দেশের শিশু, কাল সে নায়ক। বেবি লিগ থেকে যদি ভবিষ্যতে ভারত-বিখ্যাত ক্রিকেটার উঠে আসে, বুঝব আমাদের প্রয়াস সার্থক।''

প্রসঙ্গত, এনসিসি বেবি লিগের ফাইনাল দেখতে এসেছিলেন ইডেন কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ও। তিনি নিজ উদ্‌যোগে ক্রিকেটারদের রিস্ট ব্যান্ড উপহার দিয়ে যান। সুজন বাবুর যে উদ্যোগকে কুর্নিশ করে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছে এনসিসি কর্তৃপক্ষ। এক নজরে পুরস্কার-প্রাপকরা—টুর্নামেন্ট সেরা: শৌভিক ঘোষ (পল্লীশ্রী)
ম্যাচ সেরা: শৌভিক ঘোষ (পল্লীশ্রী)
সেরা বোলার : অয়ন চৌবে(পল্লীশ্রী)
সেরা ব্যাটার: অভ্রজিৎ বিশ্বাস(পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি)

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com